www.dhaka-principles.org

IHRB

DhakaPrinciples
for migration with dignity

অভিবাসনকারী কর্মীদের দায়িত্বশীল নিয়োগ এবং চাকরীর নীতিমালা

মূল নীতি ক	**সব কর্মীদের সাথে সমানভাবে এবং কোনও বৈষম্য ছাড়া আচরণ করা হয়** এক বা একই ধরণের কাজ করা অন্য কর্মীদের তুলনায় অভিবাসনকারী কর্মীদের কম সুনজরে দেখা চলবে না। তাছাড়া অভিবাসনকারী কর্মীদের কোনও বৈষম্য থেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে যাতে মানবাধিকার লঙ্ঘন করা হয়।
মূল নীতি খ	**সব কর্মীরা নিয়োগের আইনের সুরক্ষা লাভ করেন** যে দেশে কাজ করা হচ্ছে সেখানে অভিবাসনকারী কর্মীদের কোনও চিহ্নিত করা যাবে এবং আইনসম্মত চাকরীদাতার সাথে একটি আইনত স্বীকৃত চাকরীর সম্পর্ক থাকতে বে।
নীতি 1	**অভিবাসনকারী কর্মীদের থেকে কোন ফী নেওয়া হবে না** চাকরীদাতাকে নিয়োগ ও কর্মস্থানে পাঠানোর সম্পূর্ণ খরচ দিতে হবে। নিয়োগ বা কর্মস্থানে পাঠানোর জন্য অভিবাসনকারী কর্মীদের থেকে কোন ফী নেওয়া যাবে না।
নীতি 2	**সব অভিবাসনকারী কর্মীদের চুক্তিগুলি স্বচ্ছ আর স্পষ্ট হয়** অভিবাসনকারী কর্মীরা বুঝতে পারেন এমন এক ভাষায় তাদের লিখিত চুক্তি প্রদান করতে হবে, যাতে সব শর্তাবলী পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করা থাকবে, এবং জোর না করে কর্মীর সম্মতি গ্রহণ করতে হবে।
নীতি 3	**নীতি ও পদ্ধতিগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়** চাকরীদাতা এবং অভিবাসন নিয়োগকর্তার জনসাধারণের জন্য মানবাধিকারের নীতির বিবৃতিগুলি, মানবাধিকারের দায়িত্বের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক পরিচালনা নীতি ও প্রণালীগুলিতে অভিবাসনকারী কর্মীদের অধিকার স্পষ্টভাবে জানাতে হবে।
নীতি 4	**কোনও অভিবাসনকারী কর্মীদের পাসপোর্ট বা পরিচয়জ্ঞাপক দলিলগুলি জমা রাখা হয় না** অভিবাসনকারী কর্মীদের তাদের নিজেদের পাসপোর্ট, পরিচয়জ্ঞাপক দলিল, এবং বাস করার কাগজপত্রে বিনামূল্যে এবং সম্পূর্ণ ব্যবহার করার ক্ষমতা থাকতে হবে, এবং তাদের চলাফেরা করার স্বাধীনতা থাকবে।
নীতি 5	**বেতন নিয়মিতভাবে, সরাসরি এবং সময়মত দেওয়া হয়** অভিবাসনকারী কর্মীরা যে অর্থ পাওয়ার জন্য যাগ্য তা তাদের সময়মত, নিয়মিতভাবে এবং সরাসরি মেটাতে হবে।
নীতি 6	**কর্মীদের প্রতিনিধিত্বের অধিকারের সম্মান করতে হয়** অভিবাসনকারী কর্মীদের অন্য কর্মীদের মত একই রকম ট্রেড ইউনিয়ন তৈরি করার এবং তাতে যোগ দেওয়ার এবং সমবেতভাবে দরকষাকষি করার একই অধিকার থাকতে হবে।
নীতি 7	**কাজ করার অবস্থা নিরাপদ ও ভালো হয়** অভিবাসনকারী কর্মীদের নিরাপদ ও ভালো কাজ করার পরিস্থিতি উপভোগ করতে হবে, যা হয়রানি থেকে মুক্ত। তাদের যথেষ্ট পরিমাণে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা থাকতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক ভাষাগুলিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
নীতি 8	**কাজ করার অবস্থা নিরাপদ ও ভালো হয়** অভিবাসনকারী কর্মীদের নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর থাকার ব্যবস্থা, এবং তাদের বাসা ও কর্মক্ষেত্রের মধ্যে নিরাপদ পরিবহন পেতে হবে। অভিবাসনকারী কর্মীদের চলাফেরা করার স্বাধীনতা খর্ব করা যাবে না, বা তাদের বাসস্থানে আটকে রাখা যাবে না।
নীতি 9	**সুরাহা করার ব্যবস্থা আছে** অভিবাসনকারী কর্মীদের কোনও প্রতিশোধ বা ছাঁটাইয়ের ভয় ছাড়াই আইনি সুরাহা এবং বিশ্বাস উৎপাদনকারী অভিযোগ মেটানোর পন্থা ব্যবহার করার উপায় থাকতে হবে।
নীতি 10	**চাকরী বদলানোর স্বাধীনতাকে সম্মান করা হয় এবং নিরাপদ এবং সময়মত ফেরত যাওয়ার গ্যারান্টি দেওয়া হয়** অভিবাসনকারী কর্মীদের চুক্তির শেষ হওয়ার পর এবং অনিবার্য পরিস্থিতিতে দেশে ফিরে আসার গ্যারান্টি দিতে বে। তাদের প্রথম চুক্তি বা দুই বছর, দুটির মধ্যে কম সময়ে তাদের বাস করার দেশে চাকরী খোঁজা বা বদলানো থেকে আটকানো যাবে না।

ইন্সটিটিউট ফর হিউম্যান রাইটস অ্যাণ্ড বিজনেস ব্যাপক আলাপ-আলোচনার পর ঢাকা প্রিন্সিপলস তৈরি করেন এবং তা ব্যবসা, সরকার, ট্রেড ইউনিয়নগুলি এবং সিভিল সোসাইটি দ্বারা সমর্থিত। এগুলি প্রথমবার জুন 2011-এ ঢাকা, বাংলাদেশে একটি অভিবাসনের রাউণ্ডটেবিলে জানানো হয়। এগুলি ইউএন গাইডিং প্রিন্সিপলস অন বিজনেস অ্যাণ্ড হিউম্যান রাইটস এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের ভিত্তিতে তৈরি। ঢাকা প্রিন্সিপলস একটি যাত্রাপথের চিত্র দেয় যা কর্মীদের নিয়োগ থেকে, চাকরীর মধ্য দিয়ে, চুক্তির শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং মুখ্য নীতিগুলির বিষয়ে জানায় যা সম্মানের সাথে অভিবাসন নিশ্চিত করতে চাকরীদাতা এবং তাতে অভিবাসনকারীদের নিয়োগকারীদের প্রক্রিয়াটির প্রত্যেক পর্যায়ে সম্মান করতে হবে।